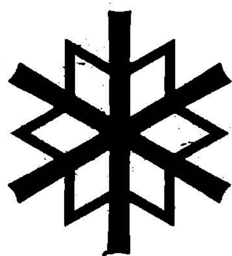
আমরা ও তোমরা



শিবপ্রসাদ রায়

হিন্দুত্ব-ভারতীয়ত্ব এবং মানবতা এই তিনটি শব্দই সমার্থক। এদেশের বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অজ্ঞ। এই ব্যক্তিরা হিন্দুকে কখনও ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতিরূপে চিহ্নিত করে নিজেদের বিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ মৌলিক, বিশ্বভৌমিকতাবাদী দর্শন। একটি বিশেষ জীবন পদ্ধতি। এই জীবন পদ্ধতির অনুশরণকারী মানবগোষ্ঠী অর্থাৎ হিন্দুত্বের দর্শনে, মানবতার সর্ব্বোচ্চ শিখর স্পর্শের দাবীই নেই, তাদের অভ্যাস, আচরণে, পরমতশ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতায় সে দৃষ্টিভঙ্গী আজও সমুজ্জ্বল। এ দেশের বেশীরভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিই ভারতীয় সভ্যতাকে দেখে থাকেন বিদেশীদের চোখ দিয়ে—গভর্ণ চাইল্ড বলেছেন : আর্যরা ছিল বর্বরদের পর্যায়ভূক্ত। উইণ্টারনিৎস বলেছেন : আর্যরা যেমন খুব উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন ছিলেন না, তেমনি একেবারে বন্যও ছিলেন না। জিমার বলেছেন : আদি জার্মান ও আদি স্লাভদের মত ঋগ্বেদের আর্য্যদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট। কেউ কেউ মরগান নির্দেশিত বিবর্ত্তনবাদ বিফন্টএর মানবতন্ত্রবাদ ও মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দূরবীণে বৈদিক আর্য সভ্যতা তথা ভারতীয় সভ্যতাকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এগুলি সবই একদেশদর্শী খণ্ডতাদোষদুষ্ট ও বিতর্কিত। এই ছোট্ট রচনাটি পড়ে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ গ্রহণের আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা হবে। আর্য্য সভ্যতার উৎকর্ষ তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এই রচনায়। এ লেখা পাঠককে ভাবাবে।

—প্রকাশক

অষ্টাদশ প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৩
ঊনবিংশ প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০২
বিংশ প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৯
মুদ্রক ঃ মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ সঞ্জয় শ্রীবাস্তব,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
মূল্য ঃ ৪.০০ টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান ঃ তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

কে এই শিবপ্রসাদ রায়?

৭০-এর দশক এই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল 'মুক্তির দশক' স্লোগান কাঁধে নিয়ে। সারা বাংলা লাল হয়েছিল মানুষ খুনের রক্তে। আর ৭০-এর দশক যখন শেষ হল তখন দেখা গেল রক্তমাখা বামশাসন চেপে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। যে লাল আফিম্ বাঙালী হিন্দুকে সেবন করানো শুরু হয়েছিল ২০-র দশক থেকে, সেই আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে বাঙালী হিন্দু নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ ও পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে বিপন্ন করে তুলেছিল নিজের অস্তিত্বকে। নেশার ঘোরে সে ভাবতে লেগেছিল নিজের পায়ের নীচের মাটির থেকেও প্রগতিশীলতা বড়, মা-বোনের সম্ভ্রমের থেকেও ধর্মনিরপেক্ষতা বেশী দামী, বিবেকানন্দ-নেতাজী-ক্ষুদিরামের থেকেও লেনিন-স্ট্যালিন-মাও বেশী প্রাসঙ্গিক; নিজের মা-বাবার চেয়েও পার্টির নেতারা বেশী আপন। ঠিক সেই সময় **'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই'** নামক একটা সাজসজ্জাহীন চটি বই যেন বাঙালী হিন্দুর নেশাগ্রস্ত চেতনায় চাবুক হানল। সে প্রথমে চমকে উঠল। তারপর দুহাতে চোখ ঘসে উঠে বসল। ভাবতে লাগল, তাই তো একথা তো আগে মনে হয়নি। এই বইয়ের কথাগুলো যে মর্মান্তিক সত্য কথা! এ যে বাঙালী হিন্দুর জীবন মরণের প্রশ্ন! তার চেতনা ফিরে এল।

'দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই' বইটির লক্ষ লক্ষ কপি সারা বাংলা ছেয়ে গেল। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেল আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং যেখানেই বাঙলাভাষীরা থাকে। তারপর অনুবাদ হল ভারতের প্রায় সবকটি ভাষায়। তারপর ইংলণ্ড-আমেরিকা পাড়ি দিল চটি বইটি। ইতিমধ্যে ঐ অখ্যাত লেখক শিবপ্রসাদ রায়ের হাত থেকে বেরোতে লাগল একের পর এক বই— আমরা ও তোমরা, আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও, রহস্যময় আর এস এস, আমি স্বামীজী বলছি, ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালী হিন্দু জাগ্রত হল, তারপর উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুত্ব আন্দোলনে। শহরে, গ্রামে, হাটে-বাজারে খুঁজতে লাগল কোথায় আছে হিন্দু সংগঠন? কেউ খুঁজে বের করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে, কেউ পৌঁছে

গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি-র কাজে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বইতে লাগল হিন্দুত্বের প্রবল জোয়ার। সেই গৈরিক জোয়ারের আঘাতে ফিকে হয়ে গেল বাঙালি হিন্দুর আফিমের লাল নেশা। **'এই বাংলা থেকে একটা ইটও অযোধ্যায় যেতে দেব না'—এই দম্ভোক্তি, রক্তচক্ষু ও লাল শাসানিকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার 'রামশিলা' বাংলার হাজার হাজার গ্রামে-শহরে সাড়ম্বরে পূজিত হয়ে রওনা দিল শ্রীরামের জন্মস্থান অযোধ্যার পথে, এই রাজ্যেরই পুলিশ প্রশাসনের এসকর্টে।**

মানুষ খুঁজতে লাগল কে এই অজানা-অনামা লেখক শিবপ্রসাদ রায়? কোথায় থাকেন? জানা গেল এই শিবপ্রসাদ রায় থাকেন বর্ধমান জেলার কালনা শহরে। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, কিশোর বয়স থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। অনেকদিন সংঘের প্রচারক ছিলেন। পরে ছিলেন জনসংঘের কর্মী। জরুরী অবস্থায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না। ছিল শুধু হিন্দুত্ব আদর্শের তীব্র প্রেরণা ও ব্যক্তি জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা। এইটুকু সম্বল করেই এই লাল বাংলায় তিনি বাজিয়েছিলেন হিন্দুত্বের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। হিন্দু বাংলার মর্মস্থলে তিনি নাড়া দিয়েছিলেন।

পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ডাক পড়েছিল সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গে ও বাইরে। সব জায়গায় গিয়ে তাঁর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ অনর্গল ভাষণের মাধ্যমে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন হাজার হাজার শ্রোতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একাধারে লেখক ও বাগ্মী।

আমাদের সকলের আপন শিবুদা আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অকৃতদার শিবুদা নিজ পরিবারের জন্য (বিধবা মা এখনও জীবিত) রেখে যাননি এক কপর্দকও। শুধু রেখে গেছেন তাঁর অজস্র বই, লেখা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত ভক্তকে। **তারাই বহন করবে শিবুদার জীবনব্রত—হিন্দুত্ব আন্দোলনের গৈরিক পতাকাকে।**

কেশব ভবন
কোলকাতা
৬ই জুলাই—২০০১

তপনকুমার ঘোষ

আমরা ও তোমারা

আমরা "আমরা" তোমরা "তোমরা"। তোমরা ও আমরা মিলিয়ে ভবিষ্যতে যে কোন "তারা" দেখা দেবে না তার কারণ অনেক। প্রথম কারণ তোমরা বস্তুবাদী, বস্তুবাদের প্রথম কথা ভোগ। তাই তোমাদের সুখ "বিলাস-ব্যসনে"। আমার ত্যাগবাদী, আমাদের সুখ কৃচ্ছ্র সাধনে। তোমরা সুখ পাও খেয়ে, আমরা খাইয়ে। তাই তোমাদের জীবনের প্রথম কথা—"ইট ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরী" আমাদের জীবনে শেষ কথা "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা"। গর্ভধারিণী ছাড়া সকল নারী তোমাদের কাছে "ভোগ্যপণ্যা", আর স্ত্রী ছাড়া সব নারী আমাদের কাছে "মাতৃতুল্যা"। তোমাদের কাছে পৃথিবী একটা আকস্মিক সংঘাতের ফল, তাই তোমরা অস্থির বিভ্রান্ত। আমাদের কাছে ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডমণ্ডলাকার, তাই আমরা স্থির, অভ্রান্ত।

ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি কল্পনাতেও তোমরা খণ্ডিত, আমরা অখণ্ডিত। তাই তোমাদের ধারণা ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, আমাদের ধারণা ঈশ্বর নিজেই বহু হয়ে গেলেন। উপনিষদেই আছে "একোহম বহুস্যাম"—আমি এক ছিলাম, বহু হয়ে গেলাম। সামাজিক আইনে তোমাদের প্রথম কথা অধিকার, পরের কথা কর্তব্য। আমাদের প্রথম কথা কর্ত্তব্য, পরে অধিকার। আমাদের রাজার ছেলেরা প্রাসাদ ছেড়ে কিশোর বয়সে ছোটে ঈশ্বর সন্ধানে যেমন,—বুদ্ধ-বিবেকানন্দ-সুভাষ, আর তোমাদের বিরাশী বছরের বৃদ্ধ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ষোল বছরের লেডি টাইপিস্টকে বিয়ে করে গেলেন সংসারকে ভোগ করতে। তোমরা এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও প্রটেস্টাণ্ট-ক্যাথলিকে, শিয়া-সুন্নিতে লড়াই করো। আমরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েও পরম বৈষ্ণব আর চরম শাক্ত এক পরিবারে বসবাস করি। তোমাদের কোরাণ যে মানেনা সে কাফের, তোমাদের বাইবেল যে অস্বীকার করে সে পাপী, তার উদ্ধারের কোন আশা নেই।

প্রশ্ন জাগে, তোমাদের কোরাণের বয়স মাত্র চোদ্দশো বছর। বাইবেলের

দু'হাজার বছর। বাইবেল কোরাণের পূর্বে যে কোটী কোটী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে এবং মরেছে, সেইসব পাপাত্মাদের কি গতি হবে? এর উত্তর তোমাদের জানা নেই, আমরা কিন্তু জানি সবাই মুক্তির অধিকারী। আমাদের বেদ যে মানেনা, সেও অমৃতের পুত্র। তারও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মার্ক্সবাদ যে মানেনা সে পুঁজিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজের শত্রু। সামান্য মতান্তরে তোমরা ট্রটস্কিকে মেক্সিকোতে হাতুড়ি পিটিয়ে মারলে, স্ট্যালিনকে কবর থেকে তুলে শাস্তি দিলে, এখনতো লেনিনেরও শ্রাদ্ধ করছ। আর আমরা আস্তিক্যবাদের দেশে নাস্তিক চার্বাককে দার্শনিক বলে, মুনি বলে স্বীকার করে আপন করে নিলাম। তোমাদের কণ্টিনেণ্টাল লিটারেচার শেষ করে ফেলা মায়েরাও তাদের শিশুদের মাথায় হ্যাট, পায়ে ষ্টকিন, গালে ম্যাক্সফ্যাক্টর দিয়ে চিবুকে হাত রেখে বড়জোর বলেন, "ও বেবী"। আমাদের গ্রাম্য অশিক্ষিত মায়েরা তাদের উলঙ্গ ছেলেটিকে চন্দন অভাবে গোবরের টিপ দিয়েও বলেন, "আমার গোপাল"। তোমরা দূরবীণ চোখে দিয়েও কত কাছে তাকাও, আমরা ছানি পড়া চোখেও কতদূর দেখতে পাই যা তোমাদের পক্ষে দেখা অসম্ভব। হিংস্রতা তোমাদের জীবনে ছড়িয়ে আছে একইসঙ্গে দুটি কাজ করার কুশলতাকে প্রবাদে বলেছো একঢিলে দু'পাখী মারা। আর আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনে জড়িয়ে আছে, তাই সেই প্রবাদকেই আমরা বলেছি 'রথ দেখা ও কলা বেচা'। তোমাদের ফ্রয়েড মানুষের সমগ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে শুধু দেখলেন 'কাম' তাই তোমাদের দেশে এতো যৌনবিকার। তোমাদের মার্ক্স সমগ্র মানব ইতিহাসকে দেখতে পেলেন 'অর্থে' তাই তোমাদের দেশে এতো অনর্থ। তোমাদের দেশের মনীষা একটা অনন্ত শক্তিময় পূর্ণ মানবের মধ্যে শুধুমাত্র দেখতে পেলেন উদর এবং যৌনকেন্দ্র, তার উপরদিকেই যে হৃদয় আর মস্তিষ্কের আবাস তা তাঁদের চোখেই পড়ল না। তাই আদিম স্থূলতাই তোমাদের জীবন। কিন্তু আমাদের দেশের মনীষীরা বলেন—কামকে অস্বীকার করি না, প্রয়োজন অর্থেরও। কিন্তু বিকার আর অনর্থকে রুখতে চাই আরও দুটি হাতিয়ার—ধর্ম ও মোক্ষ। তোমাদের সকল দেশে নার্স পাওয়া যায়, মা পাওয়া যায় একমাত্র আমাদের দেশে। তোমাদের

সভ্যতা টেলারের হাতে আর সেলুনে, আমাদের উদার মানবিক স্নিগ্ধ আচরণে। তোমরা গণতন্ত্রের বড়াই করো, তোমাদের অষ্টম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করলেন প্রজাদের দাবী উপেক্ষা করে, আর আমাদের একনায়ক রামচন্দ্র সামান্য রজকিনীর অভিযোগে একমাত্র স্ত্রী সীতাকে বনবাসে দিতে দ্বিধা করলেন না। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটা বুঝতে পারছো? তোমরা যারা গণতান্ত্রিক তোমাদের ডেমোক্রেসীর চূড়ান্ত কথা গ্রেটেষ্ট নাম্বার ফর গ্রেটেষ্ট গুড— বেশীরভাগ লোকের কল্যাণ। আমাদের মানবতন্ত্রের প্রথম পাঠ—'সর্বে ভবন্তু সুখীনাঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া'— বেশীরভাগ নয়, সকলের সুখ চাই নৈরোগ্য চাই। মাত্র ৩০০ বছর আগে তোমাদের মুসলমান বাদশারা যখন হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করছে, হিন্দুনারী লুঠ করছে ঠিক সেইসময়ই আমাদের হিন্দুরাজা শিবাজী নিজরাজ্যে মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরী করে দিচ্ছেন। কেউ ভুল করে মুসলিম নারী নিয়ে এলে তার হাত কেটে শাস্তি দিচ্ছেন। দেখ আমরা রোডেশিয়ার জন্য প্রতিবাদ করতে পারি, লুমুম্বার জন্য চোখের জল ফেলতে পারি, বাংলাদেশের খানসেনারা মুসলমানদের হত্যা শুরু করলে আমরা অত্যাচারীতের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে লড়তে পারি। তোমরা পাকিস্তানে, বাংলাদেশে হিন্দুর রক্তে হোলী খেলা হলেও একজন মুসলমানও প্রতিবাদ করতে পারো না। কেন পারো না ভেবে দেখেছে কোনদিন? তোমাদের ধর্মীয় গোঁড়ামী স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তিই নষ্ট করে দিয়েছে। তোমাদের মনে হয়, হিন্দুরা কাফের, তাদের প্রতি এই অত্যাচার, নিপীড়ন এটাই তো স্বাভাবিক।

মুসলমানদের মক্কার কাবা মুসলমানে দখল করলো, তবু কাজটা অন্যায় বলে আমরা বিক্ষোভ জানালাম। কিন্তু বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, কাশ্মীরে মুসলমানেরা কত যে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছে, অপবিত্র করেছে, একজন ধার্মিক মুসলমানকে কখনও প্রতিবাদ করতে শুনিনি। ত্রিপুরায় হাজার হাজার হিন্দু নিহত হলো, মারলো খৃষ্টানেরা। দেখ, একটা কার্ডিন্যাল কিংবা ফাদার অথবা নান বল্লেনা কাজটা খুব অন্যায়। তোমরা খৃষ্টান হলে তবে সেবা করো, মুসলমান হলে তবে সহানুভূতি দেখাও। আমরা মানুষ হলেই তাকে আপন

করি। তাই অন্ধ্রে, গুজরাটের মোরভিতে আর. এস. এস. এর ছেলেরা হাসিমুখে মুসলমানদের সেবা করতে পেরেছে সাহায্য করতে পেরেছে। ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু খৃষ্টানদের নির্দ্বিধায় সেবা করেছেন, চিকিৎসা করেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু সন্ন্যাসীরা। আমাদের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্যটা এখানেই। তোমরা হচ্ছ এক একটা পুকুর, আমরা সমুদ্র। তোমাদের খুব ভয়, সমুদ্র যদি তোমাদের স্পর্শ করে অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই মেরে-কেটে, চক্রান্ত করে, ধর্মান্তরিত করে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে চাইছ, বিদঘুটে পোষাক পরে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইছ। ধর্ম কি দাড়িতে, জোব্বায় না আজানে, কীর্তনে? আমরা মনে করি ধর্ম—স্বভাবে, আচরণে, সাধনায়। জলের ধর্ম যেমন শৈত্য, প্রবহমানতা, আগুনের যেমন উত্তাপ, পাবকতা, মানুষের ধর্ম হচ্ছে সে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে ফিরে যাওয়া। মানুষ ঈশ্বর থেকে এসেছে, সাধনার দ্বারা আবার সে ঈশ্বরে মিলিত হবে। প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ, হৃদয়ের প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা, সকল বস্তুতে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করা এ সবইতো ধর্মের সরল স্বাভাবিক পথ। এখানে পরধর্ম বিদ্বেষ, উগ্রতা, রুক্ষতা, হিংস্রতা, ষড়যন্ত্রের স্থান কোথায়? ষড়যন্ত্র করে কখনো ধর্মের প্রসার হয় না, মনুষ্যত্বের জাগরণ হয় না। তোমরা ভারতে যখন নতুন নতুন গীর্জা তৈরী করছো, তখন তোমাদের খোদ লণ্ডনের গীর্জাগুলো জলের দরে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে—ইস্কন কিনে নিয়ে সেগুলো মন্দির তৈরী করছে। দারিদ্র্যের সুযোগে তোমরা যখন ধুলন টুডু কিংবা ময়না কিস্কুর সরলতাকে কিনে নিচ্ছ, ধর্ম পাল্টে খৃষ্টান করছ, তখন তোমার দেশের এলিট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, স্কলার ধর্মযাজকেরা খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে, মাথা মুড়িয়ে কীর্তন করে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। প্রলোভন দিয়ে নয়, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেই তাঁরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। এখানেই আমাদের মহত্ব, আর তোমাদের নীচতা। তোমাদের নির্বুদ্ধিতা দেখলে কষ্ট হয়। কি বলবো বল, তোমরা না ঠেকলে শিখবে না। কারণ, ষড়যন্ত্রের একটা উন্মাদনা আছে, চক্রান্তের একটা মাদকতা আছে। এগুলো নেশার মতো, নেশা কেটে গেলে বুঝবে, যীশু তোমাদের জন্যই একদা প্রার্থনা করেছিলেন, "প্রভু এরা কি করছে, তা এরা জানেনা।"

যে আরবের টাকায় অনেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ, ভারত দেশটা খুব শীগগির দার-উল-হারব থেকে দার-উল-ইসলাম হয়ে যাবে, শত্রুর রাজ্য থেকে আল্লাহ্ তালার রাজ্যে অর্থাৎ ইস্‌লাম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে। সেই উৎসাহে লম্বা দাড়ি রাখছ, ঝুলওলা জামা পরে খুব ছুটোছুটি করছ—তোমরা কি জানো, আরব হচ্ছে এখন মদ আর মেয়েছেলে কেনার সবচেয়ে বড় বাজার। শেখেরা তেল বিক্রী করছে আর নানাদেশ থেকে হুরী খরিদ করছে। আশী বছরের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ শেখেরা শতশত স্ত্রী, রক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে এসে দশ বছরের আমিনাদের বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। কামাসক্ত এই পশুরা ভারতে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভাবছে, পুণ্য সঞ্চয় করছি.. ধর্মকর্ম করছি। মদ আর মেয়েছেলের দোজখে নিজেরা ডুবে থেকে তোমাদের বেহেস্তে অনন্তযৌবনা হুরীর লোভ দেখিয়ে মুসলমান করে রাখছে। আগে চরিত্রহীনেরা স্ফূর্তি করতে যেত প্যারিসে, মাদ্রিদে। এখন যায়—বাগদাদ, কায়রো, কুয়ায়েত, বাহারিণে। খোমেইনি মেয়েদের বোরখা চাপা দিয়ে গেলে কি হবে, —নগ্ন নৃত্যের পসরা আরবের সর্বত্র। মসজিদের চেয়ে বাড়ছে নাইট ক্লাবের সংখ্যা। শ্রেষ্ঠ বেলী ড্যান্সারদের ডিপো আর ব্লু ফিল্মের আড়ৎ এখন আরব আমীরশাহী।

এগুলো সব সত্য কথা, তোমাদের ভালো লাগবে না। সত্য সবসময় অপ্রিয়। তাই বলছিলাম, সবাই মিলে আমাদের পিছনে না লেগে যদি নিজের ঘর সামলাতে সেটাই ভাল হতো। নিজেদের ঘরে আগুন লেগেছে, তোমরা যাচ্ছ অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে। কয়েক লক্ষ ইহুদী তোমাদের কোটী কোটী মুসলমানকে চাবকে সিধে করে রেখে দিয়েছে। যতবার যুদ্ধ হয় লাখে লাখে তোমরা শুধু মরো, অন্যায় তোমাদেরই। তোমরা কি জানো, তোমাদের আরাফতের গুরু পি. এল. ও নেতা অনেকদিন আগে সব আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একবার আলোচনায় বসেছিলেন, আলোচ্য বিষয় : ইস্রায়েল দখল করে নিলে ঈহুদীদের কোথায় পাঠানো হবে? নাসের, যিনি কায়রো বেতারে প্রায়শঃই আহ্বান জানাতেন, আল্লাহ্ আমাদের সহায়, আসুন আমরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইস্রায়েলকে মুছে দিই। সেই নাসেরই একটু

দয়া-ধর্ম দেখিয়ে বল্লেন, ওরা যে যে রাষ্ট্র থেকে এসেছিল, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পি. এল. ও. নেতা বল্লেন, অতদূর পর্যন্ত আপনারা ভাবতে যাচ্ছেন কেন। ইস্রায়েল দখল করে আমরা ইহুদীদের জীবিত রাখলে তবে তো ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন। একবার ভাবো তো ব্যাপারটা। ঠাণ্ডা মাথায় সবাই মিলে যেন কিছুই নয় এমনভাবে আলোচনা করছে—কি? জিতলে পরাজিত ইহুদীদের কাউকে জীবিত রাখা হবে না। ইস্রায়েল বীরের মতো লড়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তাই, না হলে কি দৃশ্য আমাদের দেখতে হোত? ভাবা যায় না। এগুলো আবেগের কথা নয়, ইতিহাস। এর সব কথা মুদ্রিত আছে চার্চিলের লেখা বইয়ে। আর আমরা বাংলাদেশ জয় করে যাদের দেশ তাদের হাতে তুলে দিয়ে পঁচানব্বই হাজার পাকিস্তানী সেনাকে বন্দী করে নিয়ে এসে ভারতে রেখে দিলাম তিনবছর। উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে, যথাসময়ে সম্মানের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম পাকিস্তানে। অথচ এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—ত্রিশলক্ষ নরহত্যার। ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, অত্যাচার অর্থাৎ প্রত্যেকে ছিল মৃতুদণ্ডযোগ্য অপরাধী।

এইরকম পঁচানব্বই হাজার শত্রুসৈন্য তোমরা যদি এই অবস্থায় পেতে কি করতে? নৃশংসতার চূড়ান্ত করতে একটাকেও জীবন্ত ছাড়তে না। যে ক'জন ভারতীয় সেনা তোমরা পেয়েছিলে, তাই করেছো। অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে হত্যা করেছো কাউকে ছাড়োনি। আমরা পাকিস্তানী সেনাদের হত্যা করলাম না। আদর যত্ন করে বাঁচিয়েই শুধু রাখলাম না, তাদের পরিবারগুলোও যাতে কষ্ট না পায় সেজন্য প্রত্যেক সেনার বাড়ীতে বাড়ীতে মাইনে পাঠালাম। এতো ভালো ব্যবহারের কি প্রতিদান পেলাম জান? এই টাকাগুলো আজ পর্যন্ত পাকিস্তান আমাদের ফেরৎ দিল না। এতোসব না করে যদি আমরা একটু উদাসীনতা দেখিয়ে পাঁচানব্বই হাজার ইসলামের সৈনিকদের নিরস্ত্র করে, সেদিন যদি ঢাকায় ছেড়ে দিয়ে আসতাম আমাদের কিছুই করতে হতো না। তোমাদের ইসলামী ভাইয়েরাই মুহূর্ত্তে এদের পঁচানব্বই লক্ষ মাংসখণ্ডে পরিণত করে দিতো। তোমাদের বুদ্ধিনাশ না ঘটলে আমাদের কক্ষনো শত্রুভাবে দেখতে পারতে না। দেখো না, এই যে বাংলাদেশ, সারা দুনিয়া

জানে এটা ভারতের দয়ার দান। ভারতের বীরসেনারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ইসলামের জিঘাংসার হাত থেকে বাঁচাল সাত কোটি বাঙালী মুসলমানকে। মুক্তিফৌজ নামে যা ছিল তাতো সাজানো খড়ের কার্তিক। ভারত সেদিন এগিয়ে না গেলে গোটা বাংলাদেশের পরিণতি হতো একটা গোরস্থানে। ইতিহাসের কি ট্রাজিক প্রত্যাবর্তন দেখো, এই বাঙালী মুসলমানেরা কত উৎসাহ নিয়ে একদিন হিন্দু নিধন করেছে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের ভারতে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরই জাতভাইদের হাত থেকে জান-মাল-মা-বোনেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য দ্বারস্থ হতে হ'ল কাফের ভারতের কাছে। একে বলে ইতিহাসের মার, প্রকৃতির মার। তোমরা কিন্তু ইতিহাস থেকে কিছু শিখলে না। তাতে ইতিহাসের কিছু যায় আসে না, ক্ষতিগ্রস্থ হও তোমারই। তোমাদের শাস্ত্রে হয়তো এগুলোর নামই ধর্ম। আমাদের শাস্ত্রে বলে এগুলো বিনাশের আগের অবস্থা।

হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, ইস্রায়েলের কথা—পারবে না তবু প্রত্যেকবার তোমরাই গিয়ে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করো। আমরা কিন্তু তোমাদের হয়েই বলি। লেবাননে ইহুদীরা যখন হাজার হাজার মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, অত্যাচার করেছে, প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সাহায্যের হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ করলেও আমরা সর্বাগ্রে সবরকম সাহায্য পাঠিয়েছি। তোমাদের অনুকূলে বিশ্বজনমত গঠন করেছি, আরাফতকে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছি। যদিও জানি, হিন্দুস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র করার যে প্যানইসলামিক চক্রান্ত, তোমরা সে চক্রান্তের অংশীদার। এও জানি পাকিস্তান আবার আক্রমণ করলে, তোমরা মুসলমান বলে পাকিস্তানকে সাহায্য পাঠাবে, সমর্থন করবে। আমরা কিন্তু তোমাদের সাহায্য করলাম বিপন্ন আক্রান্ত মানুষ হিসাবে, মুসলমান বলে নয়। আফগানিস্তানে রাশিয়া মার্ক্সবাদী বুটের তলায় ফেলে ইসলামকে থেতো করে দিচ্ছিল, তোমরা শুধু তাকিয়ে দেখলে। ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, বার্মা, চীনে, স্পেনে মুসলমানেরা কি অবস্থায় আছে জানো? জানো না। দেখো শুধু গোঁড়ামী আর উম্মাদনা দিয়ে একটা হট্টগোল করা যায়, পৃথিবীতে বেশীদিন টিকে থাকা যায় না। তাই আধুনিক জাতগুলোর সামনে

করেন তাদের হস্তীমূর্খ বললে হস্তী এবং মূর্খ দু'পক্ষই লজ্জা পাবে। এরা বলেন রাম এবং রহিম এক। রামের বাবা দশরথ, তাকে নিয়ে আছে রামায়ণ। রহিমের বাপ কে? কি তার পরিচয়? কেউ জানে না। এইসব অর্থহীন কথা বল্লে তবে এদেশে পণ্ডিত হয়। ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য বোঝেন না, ত্যাগ এবং ভোগকে আলাদা করে বোঝার সামর্থ্য নেই, কোন দর্শনকেই যাঁরা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি, সেই পণ্ডিতেরা সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করতে যান। তাঁরাই কোরাণের চন্দ্রবিন্দু আর পুরাণের ওঁ শব্দের মধ্যে মিল খোঁজেন, সংস্কৃত কর্ণ শব্দের সাদৃশ্য খোঁজেন ল্যাটিন ক্রোনোগ্রাফের মধ্যে, ইংরাজী হরিবল্ শব্দের সঙ্গে তুলনা করেন বাংলা হরিবোলের। অথবা গুরুজনের সঙ্গে গার্জেনের। তাঁদের দিব্যজ্ঞান গবেষণার বস্তু হলেও কাণ্ডজ্ঞানে আমার নিদারুণ সন্দেহ। এদের বিচার, বুদ্ধি, ঔদার্য্য এবং গোঁজামিলের অপচেষ্টাকে আমরা ঘৃণা করি না, করুণা করি। এঁরা ভারতবর্ষকে না জেনে হিন্দুত্বকে জেনে এইসব করেন, বলেন। হিন্দুত্বই হচ্ছে পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের, মানবতার উৎস মুখ। হিন্দুত্বই সব মাঙ্গল্যের জন্মভূমি। তাই বিভ্রান্ত এই পণ্ডিতরাও আত্মস্থ হবেন একদিন। এদেরও কাণ্ডজ্ঞান ফিরবে। শুভবুদ্ধির উদয় হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে হিন্দু দর্শনের পুনরুজ্জীবনে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই বলছিলাম, "আমরা" আমরাই। আর "তোমরা" তোমরাই। তবে তোমরা কোনদিন শত চেষ্টায় "আমরা" হয়ে উঠলেও সহস্র চেষ্টাতে আমরা কোনদিন "তোমরা" হয়ে উঠতে পারবো না। একে যদি বলো অক্ষমতা, আমরা হাসিমুখে তা মেনে নেবো।
